হাত বাড়িয়ে দেই

বঞ্চিত মানুষের জন্য

center for zakat management

CZM

সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম)

তাদের মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর যাতে তুমি সেগুলোকে
এর মাধ্যমে পবিত্র এবং বরকতময় করতে পার। - সূরাহ তাওবাহ ঃ ১০৩

হাত বাড়িয়ে দেই

বঞ্চিত মানুষের জন্য

২০২৩

center for zakat management

CZM

সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম)

center for zakat management
CZM

প্রারম্ভিক কথা

সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম) মানব কল্যাণ ও দারিদ্র বিমোচনে নিবেদিত একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এ সংস্থার প্রধান কাজ হচ্ছে- স্বচ্ছতা ও বিশ্বস্ততার সাথে যাকাত তহবিল উপযুক্ত প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দেওয়ার জন্য ব্যবস্থাপনা সহায়তা প্রদান করা। সিজেডএম প্রধানত: যাকাত নিয়ে কাজ করলেও ওয়াকফ, সাদাকাহ, অনুদান ইত্যাদি নিয়ে সমন্বিত তহবিল ব্যবস্থাপনার দায়িত্বও পালন করে থাকে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান তাদের যাকাত তহবিল দক্ষ ব্যবস্থাপনার সাথে ব্যবহার করে উপযুক্ত ব্যক্তি ও পরিবারের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম)-কে দায়িত্ব দিয়েছে।

যাকাত ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সিজেডএম শরীয়াহ ও আধুনিক ব্যবস্থাপনার ধ্যান-ধারণাকে সমন্বিত করে একটি কার্যকরী কৌশল অনুসরণ করছে। যাকাত প্রাপকদের বাছাই করার জন্য ভিত্তিজরিপ পরিচালনা ও চাহিদা নিরূপণ, গ্রুপভিত্তিক ঘুর্ণায়মান তহবিল গঠন, কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তা তৈরি, ঋণমুক্ত করা, খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদাপূরণ, স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান, মানব উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সিজেডএম-এর কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে ইতোমধ্যে সুবিধাবঞ্চিত প্রায় ১৪ লক্ষ মানুষ উপকৃত হয়েছে।

সিজেডএম-এর লক্ষ্য সমাজের যে সকল ব্যক্তি বা পরিবার উৎপাদনশীল কাজ বা আয়বর্ধনমূলক কাজে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্য রাখে না তাদের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য ও মৌলিক চাহিদা পূরণে সহায়তা প্রদান করা। অপরদিকে, যারা কাজ করার সামর্থ্য ও সক্ষমতা রাখে তাদেরকে পুঁজি ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সহায়তা করা যাতে উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ও পরিবার ক্রমান্বয়ে স্বাবলম্বী হতে পারে।

উল্লেখিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে সিজেডএম যে সকল প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে তা এ পুস্তিকাটিতে উল্লেখ করা হয়েছে। যে কোনো মুসলিম যাকাত ও সাদাকাহ বিতরণের লক্ষ্যে সিজেডএম-এর যে কোনো প্রকল্প বেছে নিতে পারেন। মহান করুণাময় আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে মানবতার সেবায় সম্পৃক্ত থাকার তৌফিক দান করুন।

মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া, পিএইচডি
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	যাকাত বিতরণ প্রকল্প	পৃষ্ঠা
১.০	**ইনসানিয়াত: খাদ্য সহায়তা প্রকল্প**	
১.১	ইয়াতিম শিশুদের জন্য খাদ্য সহায়তা	০৫
১.২	দুঃস্থদের জন্য খাদ্য সহায়তা	০৬
১.৩	পরিত্যক্ত ও প্রতিবন্ধীদের জন্য খাদ্য সহায়তা	০৭
১.৪	রমজানে খাদ্য সহায়তা	০৮
১.৫	ঈদ সামগ্রী বিতরণ	০৯
১.৬	কুরবানীর গোশত বিতরণ	১০
১.৭	জরুরী খাদ্য ও ত্রাণ সহায়তা	১১
২.০	**ইনসানিয়াত: মানবিক সহায়তা প্রকল্প**	
২.১	অটিস্টিক শিশুদের চিকিৎসা ও পরিচর্যা প্রকল্প	১২
২.২	প্রিয়নিবাস বিশেষায়িত স্কুল ও পুনর্বাসন কেন্দ্র	১৩
২.৩	দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সহায়তা	১৪
২.৪	শারীরিক প্রতিবন্ধীদের মাঝে কৃত্রিম ডিভাইস/উপকরণ বিতরণ	১৫
২.৫	শীতার্ত মানুষের মাঝে গরম কাপড় বিতরণ	১৬
২.৬	গৃহহীনদের জন্য গৃহ নির্মাণ প্রকল্প	১৭
২.৭	ঋণ পরিশোধে আর্থিক সহযোগিতা	১৮
৩.০	**ফেরদৌসী: চিকিৎসা সহায়তা প্রকল্প**	
৩.১	কিডনী রোগীদের ডায়ালাইসিস সেবা প্রকল্প	১৯
৩.২	শিশু কার্ডিয়াক রোগীর চিকিৎসা সহায়তা প্রকল্প	২০
৩.৩	থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা সহায়তা প্রকল্প	২১
৩.৪	দুঃস্থ নারী ও শিশুদের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্প	২২
৩.৫	দীর্ঘস্থায়ী (ক্রনিক) রোগীদের জন্য নিয়মিত ওষুধ বিতরণ প্রকল্প	২৩
৩.৬	হাসপাতালে জটিল রোগের বিশেষায়িত চিকিৎসা (রেফারেল) সহায়তা প্রকল্প	২৪
৩.৭	চোখের ছানি চিকিৎসা ও চশমা প্রদান সহায়তা প্রকল্প	২৫
৩.৮	কানের চিকিৎসা সহায়তা প্রকল্প	২৬
৩.৯	মাদকাসক্তদের সংশোধনের জন্য চিকিৎসা সহায়তা প্রকল্প	২৭
৩.১০	সুবিধা-বঞ্চিত পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন তৈরি প্রকল্প	২৮

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	যাকাত বিতরণ প্রকল্প	পৃষ্ঠা
৩.১১	নিরাপদ পানি সরবরাহের জন্য নলকূপ বা পানি শোধণাগার স্থাপন	২৯
৩.১২	নারী ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র	৩০
৪.০	**গুলবাগিচা: শিক্ষা সহায়তা প্রকল্প**	
৪.১	সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও পুষ্টি প্রকল্প	৩১
৪.২	সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা	৩২
৪.৩	সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসিক মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালনা	৩৩
৪.৪	সুবিধাবঞ্চিত কন্যা শিশুদের জন্য আবাসিক বিদ্যালয় পরিচালনা	৩৪
৪.৫	কুরআন শিক্ষা প্রকল্প (ফুরকানিয়া মাদ্রাসা)	৩৫
৪.৬	হেফজ মাদ্রাসা	৩৬
৪.৭	গ্রানাডা ইসলামিক একাডেমি	৩৭
৫.০	**জিনিয়াস: স্নাতক পর্যায়ের অস্বচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি কর্মসূচি**	
৫.১	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি কর্মসূচি	৩৮
৫.২	সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের জন্য আর্থিক সহায়তা	৩৯
৬.০	**জীবিকা: জীবনমান বিকাশ কর্মসূচি**	
৬.১	জীবনমান বিকাশ কর্মসূচি	৪০
৬.২	বিনিয়োগের ক্ষতিপূরণে আর্থিক সহায়তা	৪১
৬.৩	ফাইভার গ্লাস বোট বিরতণ প্রকল্প	৪২
৬.৪	ভ্যান বা রিক্সা বিতরণ কার্যক্রম	৪৩
৬.৫	সেলাই মেশিন বিতরণ কার্যক্রম	৪৪
৬.৬	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	৪৫
৬.৭	পুষ্টি বাগান ও নার্সারী উন্নয়ন	৪৬
৬.৮	প্রযুক্তি হস্তান্তর	৪৭
৬.৯	সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি	৪৮
৭.০	**নৈপুন্য বিকাশ: দরিদ্র বেকার যুবকদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি**	
৭.১	দরিদ্র বেকার যুবকদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি	৪৯

সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম)

সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম) একটি দরিদ্রবান্ধব সামাজিক প্রতিষ্ঠান। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক ফরজ বা অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হিসেবে যাকাতের তাৎপর্য সকলের কাছে তুলে ধরা এবং যাকাত তহবিল সংগ্রহ করে তা বঞ্চিত মানুষের প্রয়োজনে বিতরণ করার কাজে নিয়োজিত এই প্রতিষ্ঠান। যাকাত ব্যবস্থাপনা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আঞ্জাম দেয়ার লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠান সুসংগঠিত ও পরিকল্পিতভাবে যাকাত তহবিল সংগ্রহ ও কার্যকরভাবে তা বিতরণের চেষ্টা করছে। এ সংস্থা যাকাত তহবিল ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে বহু হতদরিদ্র ও বঞ্চিত পরিবারের জীবনমান উন্নয়ন ও স্বাবলম্বী করতে সক্ষম হয়েছে। এভাবে সিজেডএম সুষ্ঠুভাবে যাকাত বিতরণে ব্যবস্থাপনা সেবা প্রদান করে।

27/10/08

Certificate of Registration of Societies

(Act XXI of 1860)

No. S- 8256(27)/08 of 20

I hereby certify that CENTER FOR ZAKAT MANAGEMENT has this day been registered under the societies Registration Act, XXI of 1860.

Given under my hand at Dhaka this Fourteenth day of September two thousand and eight.

Registrar of Joint Stock Companies & Firms, Bangladesh.

J.S.C.-36

B.G.P.2007/08-4440E—25,000 copies, 2008.

BQSR

CERTIFICATE

This is to certify that the Quality Management System of

CENTER FOR ZAKAT MANAGEMENT

Head Office: House 26, Road 7, Block-C, Niketon, Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh.

has been assessed and found to conform to the requirements of

ISO 9001:2015

This Certificate is valid for the following scope:

Mobilization & Effective Distribution Of Zakat Ordinand By Allah SWT as an Economic Tool For Bringing Prosperity to the Needy. The Programs are Emergency Humanitarian Assistance, Livelihood & Human Development, Micro Enterprise, Vocational Training & Employment for Poor Youth, Healthcare Programs for Distressed Women & Children, Scholarship Program for Undergraduate Students along with Motivational Programs.

Certificate No.	:BQSR21728
Registration Date	:11/02/2023
Issue Date	:14/02/2023
Expiry Date	:10/02/2026
Recertification Date	:10/02/2026

Director

BQSR QUALITY ASSURANCE PVT. LTD.

Key Location: 183 Broadway, Ste 210 Hicksville, New York NY 11801, USA

Operations Office: D 303, 104-108, Nisarg Plaza, Wakad, Pune - 411057. | Web: www.bqsrcert.com

Accredited by IAS (3060 Saturn Street, Suite 100, Brea, California 92821 U.S.A.)

For verification and updated information concerning the present certificate, please visit www.bqsrcert.com The Certificate is valid for period of 3 years subject to satisfactory annual surveillance audit. This Certificate is the property of BQSR Quality Assurance Pvt. Ltd. & shall be returned immediately when demanded.

সিজেডএম এর যাকাত বিতরণ কর্মসূচি

জীবিকা
আয়বর্ধন ও মানব উন্নয়ন কর্মসূচি

ইনসানিয়াত
জরুরি মানবিক সহায়তা কর্মসূচি

ফেরদৌসি
দু:স্থ নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি

দাওয়াহ
সচেতনতা সৃষ্টি ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি

জিনিয়াস
স্নাতক পর্যায়ের অসচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি কর্মসূচি

গুলবাগিচা
সুবিধা-বঞ্চিত শিশুদের জন্য শিক্ষা ও পুষ্টি সহায়তা কর্মসূচি

নৈপুন্য বিকাশ
দরিদ্র বেকার যুবকদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি

বাস্তবায়নাধীন এ সকল কর্মসূচিতে আপনি অংশগ্রহণ করতে পারেন।

১.০ ইনসানিয়াত: খাদ্য সহায়তা প্রকল্প

১.১ ইয়াতিম শিশুদের জন্য খাদ্য সহায়তা প্রকল্প

- সমাজে ইয়াতিম ও অসহায় শিশু রয়েছে যারা পর্যাপ্ত খাদ্য ও পুষ্টির অভাবে মানবেতর জীবনযাপন করে। এর মধ্যে অনেক শিশু হাফেজী মাদ্রাসা ও ইয়াতিমখানায় অযত্ন ও অবহেলায় দিন কাটায়। এসব শিশুদের জন্য সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট প্রতি মাসে আর্থিক বরাদ্দ প্রদান করে।

- শিশু প্রতি মাসিক খাদ্য সহায়তা বাবদ ৩০০০ টাকা এবং বার্ষিক ৩৬,০০০ টাকা প্রদান করা হয়।

- সিজেডএম দেশের বিভিন্ন ইয়াতিমখানা ও লিল্লাহ বোর্ডিং-এ চলতি বছরে (২০২৩) ৬০০ ইয়াতিম ও অসহায় শিশুকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করছে।

- পরবর্তী বছরগুলোতে এ প্রকল্প অব্যাহত থাকবে।

১.২ দুঃস্থদের জন্য খাদ্য সহায়তা প্রকল্প

- সমাজে এমন কিছু ব্যক্তি বা পরিবার রয়েছে যার উপার্জন করার মত শারীরিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতা নেই। বেঁচে থাকার জন্য তাদেরকে অপরের কাছে হাতপাতা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। এসব লোকের দ্বারে খাদ্য ও অন্যান্য জরুরি সাহায্য পৌঁছে দেয়ার কাজ করে সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট।

- সিজেডএম কর্মীরা চলতি বছরে (২০২৩) এরূপ প্রায় ৭০০ ব্যক্তিকে তাদের চাহিদামত খাদ্যপণ্য তাদের ঘরে পৌছে দিচ্ছে। বছর ভিত্তিক বরাদ্দ হলেও তহবিল প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরবর্তী বছরেও চলমান থাকবে।

- সিজেডএম দু:স্থ ব্যক্তিদের জন্য খাদ্য বাবদ মাথা পিছু মাসিক ৩,০০০ টাকা এবং বার্ষিক ৩৬,০০০ টাকা ব্যয় করে।

- দু:স্থ ব্যক্তিদের প্রত্যেককে চাল, ডাল, তেল, লবণ, আলু, ডিম ইত্যাদির সাথে নগদ টাকা দেয়া হয় যাতে সে প্রোটিন চাহিদা পূরণের জন্য মাছ, গোশত বা দুধ কিনতে পারে।

১.৩ পরিত্যক্ত ও প্রতিবন্ধীদের জন্য খাদ্য সহায়তা প্রকল্প

- কিছু প্রতিবন্ধী নবজাতককে ডাষ্টবিন বা ময়লার স্তুপ থেকে উদ্ধার করে আশ্রয় কেন্দ্রে রেখে মানবিক সেবা দেয়ার মহান দায়িত্ব পালন করছে একটি সংস্থা। এদের কেউ কেউ কোনোদিন স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাবে না। এদেরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সেবা করা মানবিক কর্তব্য।

- সিজেডএম এরুপ ১৫টি শিশু কিশোরকে খাদ্য সহায়তা দিচ্ছে।

- এদের জন্য মাথা পিছু মাসিক বরাদ্দ ৩০০০ টাকা। বার্ষিক বরাদ্দ ৩৬,০০০ টাকা।

- বছর ভিত্তিক বরাদ্দ হলেও তহবিল প্রাপ্তি সাপেক্ষে তা বহু বছর ধরে চলমান রয়েছে।

১.৪ রমজানে খাদ্য সহায়তা প্রকল্প

- দেশের সকল মুসলমান রমজান মাসে নিশ্চিন্তে একাগ্রচিত্তে মহান আল্লাহর ইবাদত করতে আগ্রহী। দারিদ্রের কষাঘাতে পৃষ্ট উপার্জহীন অসহায় অনেক পরিবার সে সময় পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাবে উদ্বিগ্ন থাকায় ইবাদতে মশগুল হতে পারে না।

- সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট এ সকল অসহায়দের মাঝে প্রতিবছর পরিবারপ্রতি প্রায় ৫০০০ টাকার খাদ্য সামগ্রী (চাউল, ডাল, তেল, দুধ, চিনি, ডিম, মসলা, মাছ, মাংস ও নগদ টাকা ইত্যাদি) বিতরণ করে।

১.৫ ঈদ সামগ্রী বিতরণ প্রকল্প

- প্রতিটি মুসলমান মাহে রমজান শেষে ঈদের আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠে। ধনীদের পাশাপাশি গরীব অসহায় পরিবারগুলো তাদের সন্তান সন্ততি নিয়ে ঈদের আনন্দ উপভোগ করতে চাইলেও প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে তা ম্লান হয়ে যায়।

- পবিত্র ঈদে এ সকল অসহায় পরিবারের মাঝে আনন্দ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট প্রতিবছর ঈদ-সামগ্রী বিতরণ করে।

- এজন্য পরিবার প্রতি ৫০০০ টাকার বরাদ্দ করা হয়।

১.৬ কুরবানীর গোশত বিতরণ প্রকল্প

- পবিত্র ঈদুল আজহা মুসলমানদের দু'টি উৎসবের মধ্যে অন্যতম। মুসলিম সমাজ উৎসবটি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পশু কুরবানীর মাধ্যমে উৎযাপন করে। ধনীদের পাশাপাশি গরীব ও অসহায়রাও ঈদ উপলক্ষে বছরে অন্ততঃ একবার সন্তানদের নিয়ে গোশত খেতে পারবে এ আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে।

- সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট স্পন্সর কর্তৃক কুরবানীর জন্য দেওয়া পশুর গোশত গরীব অসহায় শিক্ষার্থীদের জন্য বিতরণ করে।

- সম্মানিত দাতাদের এমন অনেকে আছেন অসহায়দের জন্য কুরবানীর ব্যবস্থা করতে চান। কিন্তু ব্যস্ততা ও ব্যবস্থাপনা ঝামেলার কারণে তিনি কুরবানী ব্যবস্থাপনা করতে পারেন না। এমন দাতাদের সহায়তা করাও এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য।

- একটি কুরবানী বাস্তবায়নে গরুর ক্ষেত্রে ৮০,০০০ থেকে ১০০,০০০ টাকা এবং ছাগলের ক্ষেত্রে ১৫,০০০ থেকে ২৫,০০০ টাকার প্রয়োজন হয়। টাকার অংক বিভিন্ন বছরে বিভিন্ন হতে পারে।

center for zakat management
CZM

১.৭ জরুরি খাদ্য ও ত্রাণ সহায়তা

আকস্মিক প্রাকৃতিক দূর্যোগ মানুষের জীবন বিপন্ন করে তোলে। বিভিন্ন সময়ে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, অগ্নিকান্ড আমাদের দেশের স্বাভাবিক ঘটনা। এরূপ পরিস্থিতিতে দরিদ্র পরিবারগুলো সবচেয়ে বেশি বিপদাপন্ন হয়। এরকম পরিস্থিতিতে সিজেডএম জরুরি ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করে।

- এ সময় মাথা পিছু ২,০০০ টাকার ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।
- দুর্যোগের ব্যাপকতা বিবেচনা করে ৫,০০০ থেকে ১০,০০০ পরিবারকে সহায়তা করা হয়।
- দুর্যোগ পরবর্তী পুনবার্সনে পরিবার প্রতি মাথা পিছু ৫০,০০০ থেকে ১০০,০০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়।

২.০ ইনসানিয়াত: মানবিক সহায়তা প্রকল্প

২.১ অটিস্টিক শিশুদের চিকিৎসা ও পরিচর্যা প্রকল্প

- অটিজমে আক্রান্তদের অটিস্টিক বলা হয়। অটিস্টিক শিশুরা একটি মানসিক বিকাশজনিত সমস্যায় আক্রান্ত। ইংরেজিতে একে 'নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার' বলে। এটি কোন মানসিক রোগ নয়, বরং এ রোগে আক্রান্ত শিশুরা শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ। এর লক্ষণগুলো সাধারণত শিশুর জন্মের দেড় থেকে তিন বছরের মধ্যে প্রকাশ পায়। এ সকল শিশুদের সাধারণত বয়স অনুযায়ী বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ হয় না। তারা বুদ্ধি খাটিয়ে কোনো সমস্যার সমাধান, ভাষাগত দক্ষতা অর্জন বা সামাজিক মিথস্ক্রিয়া (ইন্টারঅ্যাকশন) করতে পারে না।

- অটিস্টিক শিশুদের পরিচর্যা, স্বাভাবিক ও সামাজিক জীবনের সাথে মিথস্ক্রিয়ার দক্ষতা উন্নয়নে কিছু সংস্থা মানসিক ও চিকিৎসা বিজ্ঞান মোতাবেক থেরাপি, চিকিৎসা ও বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে।

- সিজেডএম ঐ সকল সংস্থার মাধ্যমে অটিস্টিক শিশুদের জন্য বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে আর্থিক সহযোগিতা করে যাচ্ছে।

- এদের জন্য মাথাপিছু আর্থিক বরাদ্দ ৬,০০০ টাকা এবং বার্ষিক খরচ ৭২,০০০ টাকা।

২.২ প্রিয়নিবাস বিশেষায়িত স্কুল ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

প্রিয়নিবাস

- যে সব শিশুর শারীরিক ক্ষমতা, মানসিক যোগ্যতা, সংবেদীয় ক্ষমতা, সামাজিক ও ভাববিনিময় দক্ষতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য স্বাভাবিক শিশুর তুলনায় উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কম থাকে অর্থাৎ যাদের দেহের কোনো অঙ্গ যেমন- দৈহিক গঠন অস্বাভাবিক, চোখে দেখে না বা কানে শুনে না, বুদ্ধিমত্তা কম এরাই প্রতিবন্ধী বা বিশেষ চাহিদা সম্পূর্ণ শিশু। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, পৃথিবীতে মোট জনসংখ্যার ১০ শতাংশ প্রতিবন্ধী। এরা আমাদের সমাজেরই অংশ।

- সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট এ সব শিশুদের আশ্রয় ও পরিচর্যা, অনুশীলন, চিকিৎসা, প্রয়োজনীয় থেরাপি, পড়াশুনা, ক্ষেত্রবিশেষ পুনর্বাসন ও দক্ষতা গড়ে তোলার নিমিত্তে দক্ষ প্রশিক্ষক, আধুনিক ও বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসা ও শিখন উপকরণ সরবরাহ এবং মনোরম পরিবেশ নিশ্চিতের সমন্বয় 'গ্রানাডা স্কুল ফর স্পেশাল চিলড্রেন' নামে একটি মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রিয়নিবাসের অন্যতম কার্যক্রম হবে অসহায় প্রতিবন্ধীদের আবাসিক সুবিধা প্রদান করা।

- ইতোমধ্যে ঢাকার মানিকগঞ্জে জমির বন্দোবস্ত হয়েছে এবং ভবন নির্মাণ কাজ চলছে। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে ১৪ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হবে।

২.৩ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সহায়তা

- দৃষ্টিশক্তি মহান আল্লাহর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিয়ামত। সমাজের বিরাজমান বহু সংখ্যক মানুষ এ নিয়ামত থেকে বঞ্চিত। দৃষ্টিহীন অসহায় শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিতে কতিপয় সংস্থা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

- সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট দৃষ্টিহীন শিক্ষার্থীদের সহায়তার জন্য পরিচর্যাকারী সংস্থাগুলোকে নিয়মিত আর্থিক সহযোগিতা করে আসছে।

- বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত দৃষ্টিহীন শিক্ষার্থীদের মধ্যে চাহিদা মাফিক কম্পিউটার/ল্যাপটপ প্রদান করা হয়।

- এদের জন্য মাথাপিছু ৫০০০ টাকা হিসেবে বার্ষিক ২৫০,০০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়।

২.৪ শারীরিক প্রতিবন্ধীদের মাঝে কৃত্রিম উপকরণ বিতরণ

- যে সকল মানুষ স্নায়ুবিক ক্ষতি, অস্থি ও পেশির ক্ষতি, জন্মগতত্রুটি/দুর্ঘটনাজনিত কারণে স্বাভাবিক মানুষের মতো শারীরিক কর্মকান্ড, চলাফেরা, শরীরের অঙ্গ ব্যবহার বা সঞ্চালন করতে পারে না তারাই শারীরিক প্রতিবন্ধী।

- এ সকল শারীরিক প্রতিবন্ধীদের কষ্ট লাঘব, জীবনযাপনে সহজতা, কর্মে সম্পৃক্ততা ও পুনর্বাসন এবং তাদের সার্বিক কল্যাণে সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট কৃত্রিম অঙ্গ ও ডিভাইস বিতরণ করে আসছে।

- এদের চাহিদা ক্ষেত্রবিশেষ ভিন্ন হলেও কৃত্রিম পা-এর ক্ষেত্রে জনপ্রতি ৫০,০০০ টাকা থেকে ২০০,০০০ টাকা এবং হুইল চেয়ার ও অন্যান্য উপকরণের ক্ষেত্রে জনপ্রতি ২৫,০০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়।

২.৫ শীতার্ত মানুষের মাঝে গরম কাপড় বিতরণ

- সমাজের দরিদ্র অসহায় মৌলিক চাহিদা বঞ্চিত নর-নারী খাদ্য, বস্ত্র ও চিকিৎসার অভাবে মানবেতর জীবন যাপন করে। এদের অনেকেই শীতের মৌসুমে গরম কাপড়ের অভাবে কষ্টে দিন কাটায়।

- তাদের এরূপ কষ্ট নিবারণে সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট শীতকালে হাজার হাজার মানুষের মাঝে গরম কাপড় ও কম্বল বিতরণ করে আসছে।

- প্রতিটি কম্বল ক্রয়ের জন্য কমপক্ষে ৬০০ টাকা বা দু'টো শাল ক্রয়ে ১০০০ টাকা ব্যয় করা হয়।

২.৬ গৃহহীনদের জন্য গৃহ নির্মাণ প্রকল্প

- গরীব, অভাবী, অসহায় মানুষ দীর্ঘদিন যাবত পরিবার নিয়ে জীর্ণ শীর্ণ ও ভগ্নপ্রায় ঘরে মানবেতর জীবন যাপন করে। মেঘ-বৃষ্টি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় তাদের গৃহ একেবারে বসবাসের অযোগ্য হয়ে পরে।

- সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট এ সকল অসহায়দেরকে চিহ্নিত করে গৃহনির্মাণ করে দেয়।

- এতে গৃহ প্রতি প্রায় ১৫০০০০-৩০০,০০০ টাকা ব্যয় করা হয়।

- সিজেডএম প্রকল্পে এ পর্যন্ত ৩০২টি ঘর নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে।

২.৭ ঋণ পরিশোধে আর্থিক সহযোগিতা

- সমাজের বহু মানুষ ব্যক্তিগত ও পারিবারিক চিকিৎসা, ব্যবসায়ে ক্ষতি, প্রাকৃতি দূর্যোগ, ফসলের ক্ষতি, বিনিয়োগের ক্ষতি, ব্যাংক বা মহাজনী ঋণ, ব্যবসায়িক অংশীদারের অসহযোগিতা, পরিবারের উপার্জনকারীর ইন্তেকাল/পঙ্গুত্ব, সন্তানের পড়াশুনার খরচসহ নানা কারণে ঋণগ্রস্ত ও নিরুপায় হয়ে অশান্তিময় জীবন যাপন করছেন। এ সকল ব্যক্তি ও পরিবার ঋণ থেকে পরিত্রাণের জন্য চেষ্টা করলেও বিভিন্ন সুদভিত্তিক ঋণে জর্জরিত হয়ে পড়ে।

- সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট এ সকল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ও পরিবারকে সুদভিত্তিক ক্ষুদ্রঋণের অভিশাপ থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য সহায়তা করে থাকে।

- এতে জনপ্রতি গড়ে ৩০,০০০ টাকা প্রয়োজন হয়।

ferdousi

center for zakat management
CZM

৩.০ ফেরদৌসী: চিকিৎসা সহায়তা প্রকল্প

৩.১ কিডনী রোগীদের ডায়ালাইসিস সেবা প্রকল্প

- মহান আল্লাহ প্রদত্ব নিয়ামতের মধ্যে কিডনি মানুষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিয়ামত। বিভিন্ন কারণে মানুষের কিডনি বিকল হয়ে যায়। মানুষের দু'টো কিডনি স্থায়ীভাবে বিকল হওয়া রোগের চিকিৎসা করা হয় কিডনি ডায়ালাইসিস অথবা ট্রান্সপ্লান্টেশন এর মাধ্যমে যা সবচেয়ে ব্যবহুল এবং আজীবন চিকিৎসা। দেশের লক্ষ লক্ষ ডায়ালাইসিস ও ট্রান্সপ্লান্টযোগ্য রোগীদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন যারা কোনোভাবেই এত ব্যয়বহুল চিকিৎসা চালিয়ে যেতে পারেন না।

- অসহায় কিডনি রোগীদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে কিডনি ডায়ালাইসিস সেবা প্রদানের জন্য সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট স্থানীয় একটি বিশেষায়িত হাসপাতালের সহায়তায় সুবিধাবঞ্চিত কিডনি বিকল রোগীদের ডায়ালাইসিস সেবা প্রদান করছে।

- মোট দশটি ডায়ালিসিস মেশিনের সাহায্যে ৫০ জন রোগীকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ডায়ালাইসিস সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।

- প্রতিবার ডায়ালাইসিস খরচ প্রায় ৩০০০ টাকা। একজন রোগীর প্রতিমাসে গড়ে ৮-১০ বার ডায়ালাইসিস নিতে হয়। এজন্য প্রতি বছরে একজন রোগীর পেছনে ৩.০০-৩.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়।

৩.২ শিশু কার্ডিয়াক রোগীর চিকিৎসা সহায়তা প্রকল্প

- কিছু শিশু মায়ের গর্ভে থাকাকালীন অবস্থায় হৃৎপিন্ডের জন্মগত ত্রুটি (যেমন- ছিদ্র-ভাল্ব জটিলতা, সরু রক্তনালী ইত্যাদি) নিয়ে জন্মায়। আবার কিছু শিশু পরবর্তীতে হৃদরোগ আক্রান্ত (রিউমেটিক ফিভার, ভাসকুলাইটিস, মায়োপ্যাথি) হতে পারে।

- সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট ঢাকার একাধিক বিষেশায়িত হাসপাতালের মাধ্যমে আধুনিক ডিভাইস স্থাপন করে শিশু কার্ডিয়াক রোগীদের চিকিৎসায় সহায়তা করে থাকে।

- এ পর্যন্ত প্রায় ৪৫ জন শিশু কার্ডিয়াক রোগীকে সহায়তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

- এছাড়া অধিকতর জটিল হৃদরোগে আক্রান্ত শিশুদের সার্জারীর জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

৩.৩ থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা সহায়তা প্রকল্প

- থ্যালাসেমিয়া একটি জিনঘটিত বংশগত রক্তের রোগ। এটি পিতা মাতার নিকট থেকে সন্তানের মাঝে আসে। এ রোগে রক্তে অক্সিজেন পরিবহনকারী হিমোগ্লোবিন কণার উৎপাদনে ত্রুটি হয়। থ্যালাসেমিয়া ধারণকারী মানুষ সাধারণত রক্তে অক্সিজেন স্বল্পতা বা অ্যানিমিয়াতে ভূগে থাকেন। অ্যানেমিয়ার ফলে অবসাদগ্রস্ততা থেকে শুরু করে অঙ্গহানি ঘটতে পারে।
- বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় দেড় কোটিরও বেশী মানুষ তাদের অজান্তে এ রোগের বাহক। দেশে কমপক্ষে ৬০ থেকে ৭০ হাজার থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশু-কিশোর রয়েছে। প্রতিবছর প্রায় ৭ থেকে ১০ হাজার শিশু থ্যালাসেমিয়া রোগ নিয়ে জন্ম গ্রহণ করছে।
- সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া সমিতির হাসপাতালের মাধ্যমে এ সহায়তা দিয়ে থাকে।
- এতে প্রত্যেক রোগীর জন্য প্রতিমাসে খরচ ১০,০০০ টাকা এবং বার্ষিক খরচ ১২০,০০০ টাকা।

৩.৪ দুঃস্থ নারী ও শিশুদের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্প

- সুবিধাবঞ্চিত নারী ও শিশুদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং তাদের মাঝে স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্য সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট ফেরদৌসি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র পরিচালনা করছে। একটি কেন্দ্রের আওতায় ৫০০-১০০০ সুবিধাবঞ্চিত পরিবারকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়।

- প্রতিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সপ্তাহে একদিন একজন এম বি বি এস ডাক্তার (রেজিস্টার্ড চিকিৎসক) পরামর্শসেবা প্রদান করেন। এ ছাড়া একজন স্বাস্থ্য সহকারী (প্যারামেডিকস) সকল রোগীকে বিনামূল্যে ঔষধ সরবরাহ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করেন।

- দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় ৫০-টির অধিক প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে পেশাদার চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য-সহকারী নিয়োগ করে মানসম্মত চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হচ্ছে।

- প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে বিশেষ করে গর্ভবতী মায়েদের নিয়মিত চেকআপ ও নিকটস্থ হাসপাতালে সন্তান ডেলিভারীর জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা করা হয়। এ ছাড়া প্রজনন স্বাস্থ্যসহ সার্বিক বিষয়ে নিয়ে কিশোরীদের মাঝে স্বাস্থ্যশিক্ষা সেশন পরিচালনা করা হয়।

- প্রতিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিচালনায় বার্ষিক প্রায় ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা ব্যয় করা হয়।

৩.৫ দীর্ঘস্থায়ী (ক্রনিক) রোগীদের জন্য নিয়মিত ওষুধ বিতরণ প্রকল্প

- দরিদ্র ও অসহায় মানুষের চাহিদা মোতাবেক সুষম খাবার ও নিরাপদ পানির ব্যবস্থা নিশ্চিত না হওয়ায় তাদের শরীরের নানা প্রকার রোগের সৃষ্টি হয়।
- অর্থাভাবে উপযুক্ত সময় রোগের চিকিৎসা না হলে সেই রোগ জটিল রুপ নেয়। যেমন-ডায়বেটিস, হার্টের রোগ, শ্বাস কষ্ট, উচ্চ রক্ত চাপ ও মানসিক সমস্যা, আর্থারাই-টিস ইত্যাদি।
- এ ধরণের জটিল ও ক্রনিক রোগীদের চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী সিজেডএম বিনামূল্যে নিয়মিত ঔষধ সরবরাহ করে।
- এ সকল রোগীদের মাথা পিছু মাসিক ঔষধ খরচ গড়ে ১৮০০ টাকা।
- সিজেডএম বর্তমানে প্রায় ১১০০'র বেশি ক্রনিক রোগীকে বিনামূল্যে প্রতি মাসে ঔষধ সরবরাহ করছে।

৩.৬ হাসপাতালে জটিল রোগের বিশেষায়িত চিকিৎসা (রেফারেল) সহায়তা প্রকল্প

- সমাজের অনেকেই নানা কারণে বিভিন্ন জটিল রোগে (যেমন- ক্যান্সার, হৃদরোগ, কিডনী রোগ ইত্যাদি) আক্রান্ত হয় যার জন্য উপযুক্ত ও বিশেষায়িত হাসপাতালে চিকিৎসা করানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সুবিধাবঞ্চিত পরিবারগুলো আর্থিক সংকটের কারণে ঐ চিকিৎসা করাতে পারে না বা কেউ কেউ বাড়ি-ঘর, জমি-জমা, গরু-ছাগল বিক্রি করে নিঃস্ব হয়ে যায়।

- সিজেডএম এরূপ অসহায় রোগীদের মানসম্মত চিকিৎসা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারি হাসপাতালগুলোতে বা বেসরকারি বিশেষায়িত হাসপাতালে রেফারেল রোগী হিসেবে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে।

- রোগের প্রকারভেদে গড়ে বিভিন্ন চিকিৎসায় রোগী প্রতি ৫০,০০০ থেকে ১০০,০০০ টাকা এবং কখনো আরো বেশি অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হয়।

৩.৭ চোখের ছানি চিকিৎসা ও চশমা প্রদান সহায়তা প্রকল্প

- প্রতিটি নর-নারীর জন্য চক্ষু মহান আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ নিয়ামত। অপুষ্টি, খাদ্যের ভেজাল, বিভিন্ন রোগ ও ঔষধের প্রতিক্রিয়া, ভাইরাসের আক্রমন, বয়সের ভারসহ নানা কারণে মানুষের চোখে বিভিন্ন ধরণের সমস্যা দেখা দেয় এবং পরবর্তীতে তা ছানিসহ বিভিন্ন জটিলতায় রুপ নেয়।

- সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট এ সকল মানুষের চোখের সুস্থতা ও চিকিৎসায় ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতালসহ বিভিন্ন স্বনামধন্য হাসপাতালের মাধ্যমে চোখের সমস্যা চিহ্নিত করে তাদের চিকিৎসা, অপারেশন ও লেন্স বসানোর কাজ করে থাকে।

- এতে রোগী প্রতি গড়ে ৬,০০০-১৮,০০০ টাকা ব্যয় করা হয়।

৩.৮ কানের চিকিৎসা সহায়তা প্রকল্প

- শ্রবণশক্তি মহান আল্লাহ প্রদত্ত মানুষের অন্যতম মৌলিক সম্পদ। বিভিন্ন প্রকারের অসুখ-বিসুখ, প্রাকৃতি দূযোর্গ, দুর্ঘটনাসহ বিভিন্ন কারণে মানুষ শ্রবণ শক্তি হারিয়ে ফেলে। ফলে মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক কাজকর্ম, ব্যবসা বাণিজ্য, চাকরী-বাকরী, লেনদেনসহ প্রায় সকল কাজই শ্রবণ শক্তি না থাকলে বাধার সম্মুখীন হয়।

- সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট শ্রবণশক্তিহীন নর-নারী-দের সুস্থতার জন্য উপযুক্ত চিকিৎসা ও ক্ষেত্র বিশেষে প্রয়োজনীয় উপকরণ (ডিভাইস) প্রদানের ব্যবস্থা করে।

- এতে রোগী প্রতি গড়ে ৫,০০০-১৫,০০০ টাকা ব্যয় হয়।

৩.৯ মাদকাসক্তদের সংশোধনের জন্য চিকিৎসা সহায়তা প্রকল্প

- নেশাগ্রস্থ বিপথগামীদেরকে সংশোধনের মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফেরানোর উদ্দেশ্যে কতিপয় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন করে তাদের চিকিৎসা ও কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ নিশ্চিতে কাজ করে যাচ্ছে।

- সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট সুবিধাবঞ্চিত মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে তাদের চিকিৎসা ব্যয় মেটানোর জন্য আর্থিক বরাদ্দ প্রদান করে।

- এদের জন্য মাথা পিছু মাসিক ৪,০০০ টাকা এবং বার্ষিক ৪৮,০০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়।

৩.১০ সুবিধা-বঞ্চিত পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন তৈরি প্রকল্প

- প্রকল্প এলাকার পরিবারসমূহের স্বাস্থ্যকর জীবনের জন্য প্রয়োজন স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট। সিজেডএম প্রকল্পের প্রতিটি পরিবারের জন্য শতভাগ স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট নিশ্চিত করে।

- প্রকল্পের আওতাভূক্ত প্রতিটি পরিবারের স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নিশ্চিত করতে সচেতনতা তৈরীর পাশাপশি যৌথ অংশীদারিত্বে টয়লেট স্থাপনের উদ্যোগ নেয়।

- এ পর্যন্ত ৯,০০০ হাজার স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট স্থাপন করা হয়েছে। এতে মাথা পিছু গড়ে ৫,০০০ টাকা খরচ হয়ে থাকে।

৩.১১ নিরাপদ পানি সরবরাহের জন্য নলকূপ বা পানি শোধণাগার স্থাপন

- দেশের প্রায় সকল জীবিকা ও ফেরদৌসি প্রকল্প এলাকায় নিরাপদ পানির সমস্যা রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে টিউবওয়েলের পানিতে মাত্রারিক্ত আর্সেনিক, ক্লোরিণ ও আয়রণসহ নানাবিধ সমস্যা পাওয়া যায়।
- অনেক এলাকায় নিকটবর্তী স্থান হতে নিরাপদ পানি পাওয়ার সু-ব্যবস্থা নেই। নতুন নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ পানির চহিদা পুরণ করতে হয়।
- প্রকল্পভুক্ত দরিদ্র ও হতদরিদ্র মানুষের জন্য নিরাপদ পানি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সচেতনতার পাশাপাশি গভীর/অগভীর নলকূপ স্থাপনই এর একমাত্র সমাধান।
- যেসব স্থানে প্রধানত উপকূলীয় এলাকায় স্যালাইনিটির কারণে নলকূপ স্থাপন কর্যকর হয়না, সেসব স্থানে পানি শোধনাগার স্থাপন করা হয়।
- নলকূপ প্রতি ২০,০০০ থেকে ৩ লক্ষ টাকা ও শোধণাগার স্থাপনে ১৫ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হয়।

৩.১২ নারী ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র

নারী ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার পাশাপাশি নারী ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়ণে পূর্নাঙ্গ হাসপাতাল স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সিজেডএম পরিচালিত প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে রেফারকৃত রোগীরা প্রধানত এ হাসপাতাল থেকে সেবা পাবে। স্বাস্থ্য সেবার পাশাপাশি কেন্দ্র থেকে নারীদের জন্য কারিগরী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

- মানিকগঞ্জ শহরে এ জন্য ৪৫ শতক জমিতে কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ চলমান।
- উক্ত হাসপাতাল নির্মাণে ৭ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা প্রয়োজন।

৪.০ গুলবাগিচা: শিক্ষা সহায়তা প্রকল্প

৪.১ সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য শিক্ষা ও পুষ্টি প্রকল্প

- যথাযথ যত্ন ও পরিমিত পুষ্টির অভাবে সুবিধাবঞ্চিত ও দারিদ্রপীড়িত পরিবারের শিশুদের প্রাথমিক বিকাশ বাধা প্রাপ্ত হয়। অনিশ্চিত বিকাশ ও পুষ্টির ঘাটতিতে বেড়ে উঠা শিশুগুলো পরবর্তীতে সুস্থ জীবন ও মানব সম্পদে রুপান্তরিত হওয়ার সুযোগ পায়না।
- সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট এ সকল অসহায় শিশুদের উপযুক্ত বিকাশ ও পরিমিত পুষ্টি নিশ্চিতে পরিচালনা করছে গুলবাগিচা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র।
- গুলবাগিচার অর্ন্তভুক্ত প্রতিটি শিশুর জন্য সপ্তাহে ৩-৫দিন পুষ্টিগুন সম্পন্ন খাবার সরবরাহ করা হয়।
- বিনামূল্যে শিশুদের মাঝে বই-পুস্তক, শিক্ষা-উপকরণ ও পোশাক সরবরাহ করা হয়।
- গুলবাগিচা শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে এপর্যন্ত প্রায় ৩৩,০০০ শিশুকে শিক্ষা ও পুষ্টি সহায়তা দেয়া হয়েছে।
- এ প্রকল্প বাস্তবায়নে কেন্দ্রপ্রতি মাসিক খরচ ২১,০০০ টাকা এবং বার্ষিক খরচ ২৫২,০০০ টাকা।

৪.২ সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা

- দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির হার বেশ সন্তোষজনক; তবে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থী সংখ্যার তুলনায় শিক্ষক সংখ্যা বেশ কম। ফলে তারা মানসম্মত শিক্ষা পায় না। বিত্তবান পরিবারের সন্তানেরা বেসরকারী কিন্ডারগার্টেন বা ইংরেজী মাধ্যমের স্কুলে লেখাপড়া করানোর সুযোগ পেলেও সুবিধাবঞ্চিত পরিবারগুলোর শিশুরা সে সুযোগ পায় না।

- বিষয়টিকে বিবেচনায় নিয়ে সিজেডএম সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য শিক্ষা ও পুষ্টি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পরিচালনা করছে ইংরেজী ভার্সনের প্রাথমিক বিদ্যালয়। এসব বিদ্যালয়ে প্রায় ১৫০০ শিক্ষার্থী মানসম্মত শিক্ষা পাচ্ছে। এতে সমানভাবে বাংলা ও আরবী ভাষা শিক্ষার উপরও বিশেষ জোর দেয়া হয়। এখানকার শিক্ষার্থীরা পঞ্চম শ্রেণী সমাপ্ত করার পর সিজেডএম পরিচালিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পায়।

- সিজেডএম পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাসিক ১৮০০-২৫০০ টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়।

- এরুপ কয়েকটি স্কুল হচ্ছে: গ্রানাডা গার্লস একাডেমী, সাভার এবং রাওয়ান বিন রমজান গ্রনাডা একাডেমি, মানিকগঞ্জ, লোটাস কামাল গ্রনাডা একাডেমি, কুমিল্লা, ফরিদপুর মুসলিম মিশন গ্রানাডা একাডেমি, ফরিদপুর, উম্মেহাতুল মুমেনিন গ্রানাডা গার্লস একাডেমি, কুমিল্লা।

৪.৩ সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসিক মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালনা

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। শিক্ষিত জাতিই কাংখিত পৃথিবীর নেতৃত্বের যোগ্য হয়ে উঠে। পবিত্র কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, 'যারা জানে, আর যারা জানে না, তারা কি সমান'? পবিত্র হাদীসেও এর গুরুত্ব উল্লেখ করা হয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের সমাজে অনেক ছেলে মেয়ে আছে যারা মেধাবী, কিন্তু আর্থিক অস্বচ্ছলতায় তাদের পড়াশুনা বাধাগ্রস্ত। সে সব শিক্ষার্থীদের পড়াশুনা নিশ্চিতে সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট পরিচালনা করছে 'দ্যা গ্রানাডা একাডেমী, মানিকগঞ্জ ও আর এস এফ গ্রানাডা একাডেমী, বগুড়া' নামে দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠান দু'টিতে জাতীয় শিক্ষাক্রমের ইংরেজী ভার্সনে ক্যাডেট কলেজের আদলে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ দু'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ আবাসিক এবং ছাত্রদের জন্য পরিচালিত।

- দু'টি একাডেমীতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়নের সুযোগ রয়েছে।
- দু'টি একাডেমীতে মোট ৬০০ শিক্ষার্থীর জন্য আবাসিক সুবিধা রয়েছে।
- ছাত্রদের মাথাপিছু মাসিক ১০,০০০ টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়।

৪.৪ সুবিধাবঞ্চিত কন্যা শিশুদের জন্য আবাসিক বিদ্যালয় পরিচালনা

- সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের অনেকেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শেষ করে অর্থের অভাবে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা অব্যাহত রাখতে পারে না। আবার তারা পুষ্টিহীনতায় ভোগে। অপরদিকে, পরিবারে শিক্ষা সংক্রান্ত সচেতনতার অভাবে শিশুটি একটু বড় হলে তাকে উপার্জনের কাজে লাগিয়ে দেয়। অথচ, তাদেরও মানসম্মত শিক্ষার অধিকার রয়েছে। এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ইয়াতীম মেয়ে শিশুরা।
- এ সব বিবেচনায় সিজেডএম সুবিধাবঞ্চিত মেয়ে শিশুদের একটি সুন্দর পরিবেশে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে আবাসিক মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে।
- নীলফামারী ও খুলনায় দুটি স্কুল স্থাপন করা হচ্ছে।
- আবাসিক এ দু'টি বিদ্যালয়ে প্রায় ৬২০ শিক্ষার্থী লেখাপড়া করতে পারবে।
- সিজেডএম পরিচালিত আবাসিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাসিক ৯,০০০-১০,০০০ টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়।
- এরূপ দু'টো নির্মাণাধীন স্কুল হচ্ছে: গ্রানাডা গার্লস একাডেমি, নীলফামারী ও গ্রানাডা গার্লস একাডেমি, খুলনা।
- নির্মাণাধীন স্কুল দুটি নির্মাণে ৩৯ কোটি টাকা প্রয়োজন।

৪.৫ কুরআন শিক্ষা প্রকল্প (ফুরকানিয়া মাদ্রাসা)

- মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ। মানুষকে সুস্থ, পরিশুদ্ধ, মুত্তাকী, দুনিয়া ও আখেরাতে বিজয়ী এবং সর্বশেষ জান্নাতী মানুষ রুপে পরিগণিত করার জন্য মহান আল্লাহ মেহেরবানী করে জীবনবিধান কুরআন দান করেছেন। কুরআনকে জানা ও মানা সকলের জন্য আবশ্যক। সমাজের যে সকল নর-নারী ও শিশু কিশোর সুযোগের অভাবে কুরআন শিখা থেকে বঞ্চিত তাদের জন্য সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট বিভিন্ন স্থানে ফুরকানিয়া মাদ্রাসা ও কুরআন শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা করছে।
- বর্তমানে দেশব্যাপী ফুরকানিয়া মাদ্রাসা নামে ৫৪টি কুরআন শিক্ষা কেন্দ্র রয়েছে।
- প্রতিদিন ২ ঘন্টা করে সপ্তাহে ৬ দিন এ ক্লাস পরিচালিত হয়।
- কোর্সের মেয়াদ ৪ - ৬ মাস।
- একটি কুরআন শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনায় মাসিক খরচ ৫০০০ টাকা। একজন মাত্র শিক্ষককে প্রতি মাসে বেতন দেয়া হয় ও বিনামূল্যে কুরআন বিতরণ করা হয়।

৪.৬ হেফজ মাদ্রাসা

মহাগ্রন্থ আল কুরআন হেফজ ধর্মীয় ও সমাজিকভাবে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ হলেও হেফজ মাদ্রাসাগুলোতে অধ্যয়ণরতদের বড় একটি অংশ সুবিধাবঞ্চিত পরিবার থেকে ভর্তি হয়। ফলে হেফজ মাদ্রাসায় তারা অর্থের বিনিময়ে পড়তে পারেনা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মাদ্রাসাগুলো গণমানুষের দানের ওপর নির্ভরশীল। মাদ্রাসাগুলোর লি-ল্লাহ বোর্ডিং থেকে বিনামূল্যে সরবরাহকৃত খাবারই এ সকল ছাত্রের ভরসা স্থল। ফলে অধিকাংশ শিক্ষার্থী অপুষ্টিতে ভোগে। **CZM** হেফজ অধ্যয়ণরতদের জন্য সহায়তা প্রদাণ করে।

- হাফেজ শিক্ষার্থী প্রতি মাথাপিছু ২৫০০ টাকা মাসিক ব্যয় হয়।
- ঢাকা শহরের ২২ টি হেফজ মাদ্রাসার তত্ত্বাবধানে এ কার্যক্রম পরিচালিত হয়।
- ১৬০০ শিক্ষার্থী প্রতি মাসে সহায়তা পেয়ে থাকে।
- হেফজ মাদ্রাসাগুলোতে মানসম্মত সুবিধা যেমন - পোশাক, কার্পেট, পানির ফিল্টার ইত্যাদি প্রদান করা হয়।

৪.৭ গ্রানাডা ইসলামিক একাডেমি

Getty Image

- আমাদের দেশের হেফজ মাদ্রাসা সূমহে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা যথেষ্ট মেধাবী হওয়ার পরেও সঠিক পরিকল্পনা ও যথোপযুক্ত শিক্ষার অভাবে কাংক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনা।

- সিজেডএম প্রধানত হাফেজ ছাত্রদের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছে গ্রানাডা ইসলামিক একাডেমি। একাডেমি থেকে আলিম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়নের পর তাদের পৃথিবীর বিভিন্ন শ্রেষ্ঠ ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্য প্রেরণ করা হবে। আশা করা যায় উচ্চতর ডিগ্রীধারী এসব শিক্ষার্থী ইসলামিক স্কলার তথা আলেম হয়ে দেশে ফিরে আসবে এবং সুন্দর সমাজ গঠনে অবদান রাখবে।

- বর্তমানে একাডেমির আবাসিক শিক্ষার্থীদের জন্য মাথা পিছু মাসে ১০,০০০ টাকা ব্যয় হয়।

- একাডেমিতে বর্তমানে ৬০ জন হাফেজ অধ্যয়ন করছে।

- বর্তমানে মিরপুরে একাডেমিক কার্যক্রম চলমান আছে। তবে শীঘ্রই ঢাকার অদূরে স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণ হবে।

- গ্রানাডা ইসলামিক একাডেমির আবাসিক স্থাপনা নির্মাণে আনুমানিক ৭ কোটি টাকা প্রয়োজন।

center for zakat management
CZM

Genius

৫.০ জিনিয়াস: স্নাতক পর্যায়ের অসচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি কর্মসূচি

৫.১ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি কর্মসূচি

- সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজগুলোর অসচ্ছল মেধাবী শিক্ষার্থীদের স্বাচ্ছন্দ্যে লেখাপড়া ও যোগ্যতা বিকাশের মাধ্যমে উপযুক্ত ক্যারিয়ার গঠনে সহায়তার জন্য সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট বাস্তবায়ন করছে জিনিয়াস বৃত্তি কর্মসূচি।
- নির্বাচিত শিক্ষার্থীদেরকে স্নাতক পর্যায়ে প্রথম ২ বছর ৬ মাস মাসিক ৪,০০০ টাকা করে বৃত্তি প্রদান করা হয়।
- উপযুক্ত ক্যারিয়ার গঠনের সহায়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা ও কাউন্সিলিং করা হয়।
- জিনিয়াস শিক্ষার্থীরা জটিল রোগে আক্রান্ত হলে তাদেরকে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়।
- সকল শিক্ষার্থীদের মাঝে ক্যারিয়ার গঠনমূলক বই পুস্তক বিতরণ করা হয়।

৫.২ সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের জন্য আর্থিক সহায়তা

- সমাজের অনেক সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের শিক্ষার্থীরা অর্থাভাবে স্কুলের বেতন, সেশন ফি, ভর্তি, এস এস সি ও এইচ এস সি এর ফরম ফিলাপ ও পাঠ্য বই ক্রয় করতে পারে না।

- সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট এ ধরণের পরিবারের সন্তানের পড়াশোনার জন্য সহযোগিতা করে আসছে।

- এ প্রকল্প বাস্তবায়নে মাথা পিছু গড়ে ৫,০০০ - ১০,০০০ টাকা প্রয়োজন হয়।

৬.০ জীবিকা: জীবনমান বিকাশ কর্মসূচি

৬.১ জীবনমান বিকাশ কর্মসূচি

- সমাজে বসবাসরত দরিদ্র পীড়িত অসহায়দেরকে নির্দিষ্ট পরিমাপকের মাধ্যমে চিহ্নিত করে তাদের জন্য স্বাভাবিক জীবিকা নিশ্চিতকরণ, তাদের দারিদ্র দূরীকরণ ও তাদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট সমন্বিত কর্মসূচি 'জীবিকা' পরিচালনা করছে। প্রকল্প এলাকায় প্রাথমিক পর্যায়ে জরিপ পরিচালনা মাধ্যমে চিহ্নিত দরিদ্র পরিবারগুলোর ২৫-৩০ জন যাকাত গ্রহণকারীকে নিয়ে এক একটি তৃণমূল দল গঠন করা হয়। তারা দলভিত্তিক একটি যৌথ ব্যাংক হিসাব খোলে এবং সেখানে পরিবারপিছু নির্দিষ্ট পরিমাণ যাকাতের অর্থ প্রদান করা হয়। পাশাপাশি তাদেরকে একটি সঞ্চয় তহবিলও গঠনে সহায়তা ও পরামর্শ দেয়া হয়।

- বিনিয়োগের পূর্বে সুবিধাভোগীদের পেশা, যোগ্যতা ও আগ্রহ যাচাই সাপেক্ষে বিনিয়োগের সম্ভাব্য খাতের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
- বিনিয়োগ দলের সদস্যরা পরামর্শের ভিত্তিতে নিজস্ব গ্রুপ তহবিল থেকে বিনা চার্জে বিনিয়োগ নিয়ে তা কোন উপযুক্ত ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে।
- শরীয়াহ নির্দেশিত পদ্ধতিতে ব্যবসা করে সদস্যরা মুনাফার সিংহভাগ পারিবারিক কাজে লাগায় এবং একটি অংশ গ্রুপ ফান্ডে জমা করে।
- সুবিধাভোগীদের প্রতিটি বাড়ী পুষ্টি বাগানে রুপ দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়।
- সামাজিক ও নাগরিক আইন-কানুন, দৈনদিন হিসাব-নিকাশ, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, ব্যাংক একসেস, নাগরিক সুযোগ-সুবিধা ও নৈতিক মান বৃদ্ধির কৌশল ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
- সমন্বিত এ কর্মসূচির আওতায় সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা, পয়ঃনিষ্কাশন ও বিশুদ্ধ পানি, বয়স্ক শিক্ষা, সচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি সেবা প্রদান করা হয়।
- ৫০০ পরিবার বিশিষ্ট ৫বছর মেয়াদী একটি জীবিকা কর্মসূচি পরিচালনার জন্য খরচ ন্যুণতম ০৩ কোটি টাকা। প্রতি পরিবারের জন্য বরাদ্দ ৬০,০০০ টাকা যার অর্ধেক তাদের দলীয় হিসাবে হস্তান্তর করা হয় এবং অবশিষ্টাংশ সদস্যদের স্বাস্থ্যসেবা, পয়ঃনিষ্কাশন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, ব্যাবস্থাপনা সহায়তা ইত্যাদি খাতে ব্যয় করা হয়।

৬.২ বিনিয়োগের ক্ষতিপূরণে আর্থিক সহায়তা

- সমাজের বসবাসরত কিছু সংখ্যক দরিদ্র বিনিয়োগকারী সম্পদের চুরি, গরু-ছাগল ও হাঁস-মুরগীর তাৎক্ষণিক মৃত্যু, অগ্নিকান্ড ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে পুজিঁ তথা সম্পদ হারিয়ে ফেলে।

- এ সকল ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদেরকে যাচাই সাপেক্ষে সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট ক্ষতি বা ঝুঁকি মেটানোর জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। এরূপ সহায়তা বীমার বিকল্প হিসেবে কাজ করে।

- এ জন্য গড়ে ২৫,০০০ থেকে ৩০,০০০ টাকা প্রয়োজন হয়।

৬.৩ ফাইবার গ্লাস বোট বিরতণ প্রকল্প

- হাওর অঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র-অসহায় পরিবারগুলোর কর্মক্ষেত্র ও শ্রমের মান সচরাচর সহজ নয়। অঞ্চলের কিছু অসহায় পরিবার জীবন জীবিকার তাগিদে নদীতে মাছধরাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে, কিন্তু তাদের উপার্জন উপযোগী টেকসই নৌকা ও বছরব্যাপী উপার্জনের অনুকূল পরিবেশ না থাকায় দরিদ্রতা তাদের চিরসঙ্গী। জীবন সংগ্রামেরত হাওর-মাঝিদের জীবনমান উন্নয়নে সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট টেকসই ও উন্নত ফাইবার গ্লাস নৌকা বিতরণ করছে।
- হাওর অঞ্চলের জন্য বিশেষভাবে তৈরীকৃত ফাইভার গ্লাস নৌকা মাঝিদের জীবন বদলাতে সহায়ক হবে।
- যথাযথ যত্ন নিলে প্রতিটি ফাইবার গ্লাস নৌকা কমপক্ষে ১৫ বছর উপার্জনের সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।
- প্রতি ৩ জনের জন্য একটি ফাইবার গ্লাস নৌকার মালিকানা দেওয়া হয়েছে।
- প্রতিটি নৌকা ক্রয়ে খরচ পড়েছে প্রায় ৩০০,০০০ টাকা।
- সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট এ পর্যন্ত কিশোরগঞ্জের ৬টি উপজেলার ৭৬০টি পরিবারের মাঝে ১৫০টি কাঠের নৌকা ও ১৫০টি ফাইবার গ্লাস বোট বিতরণের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে।

৬.৪ ভ্যান বা রিক্সা বিতরণ কার্যক্রম

- ভ্যান বা রিক্সা দরিদ্র ও অসহায় মানুষের উপার্জনের অন্যতম বাহন। জীবিকার তাগিদে গরীব মানুষ মহাজন থেকে ভাড়ায় ভ্যান বা রিক্সা ক্রয় করে চালান। একজন ভ্যানচালক দৈনিক প্রাপ্ত আয় দিয়ে ভাড়া পরিশোধের পর নিজের সংসার ভালভাবে চালাতে পারেন না। ফলে একটি ভ্যান বা রিক্সা ক্রয়ের জন্য সুদভিত্তিক সমিতির নিকট দারস্ত হন। এতে তার নৈতিক ও আর্থিক অবক্ষয় ঘটে।

- সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট এ সকল দরিদ্র মানুষের কল্যাণে মালিকানাসহ ভ্যান বা রিক্সা বিতরণ করে।

- এতে ভ্যান বা রিক্সা প্রতি ৬০,০০০-৮০,০০০ টাকা খরচ হয়।

৬.৫ সেলাই মেশিন বিতরণ কার্যক্রম

- সংসারের স্বচ্ছলতা আনয়ন, সন্তানদের মানুষ গড়া, পারিবারিক শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য পুরুষের পাশাপাশি নারীর অবদান অপরিসীম। দরিদ্র ও অসহায় পরিবারে স্বামী/পুরুষ সদস্যের সীমিত আয়ের পাশাপাশি নারীদের সামান্য আর্থিক সহযোগিতা সংসারকে সুখী ও শান্তিময় করে তুলতে পারে। সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট দরিদ্র পরিবারে পুরুষের পাশাপাশি নারীর হাতকে উপার্জনের হাত হিসেবে গড়ে তোলার জন্য
- প্রশিক্ষণসহ সেলাই মেশিন প্রদানের ব্যবস্থা করছে।
- এতে প্রশিক্ষণ বাবদ জনপ্রতি ৩০,০০০ টাকা ব্যায় করা হয়।
- বর্তমানে একটি সেলাই মেশিন ক্রয়ে ৮,০০০ টাকা এবং একটি গার্মেন্টস সেলাই মেশিন ক্রয়ে ৪৫,০০০ টাকা প্রয়োজন হয়।
- সিজেডএম এ পর্যন্ত ১৬৫০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে পূনর্বাসন করেছে।

৬.৬ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

দারিদ্র বিমোচনের লক্ষে মানবীয় চাহিদাকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা হয়। ক. এমন দরিদ্র যার কর্মদক্ষতা ও সামর্থ্য আছে, কিন্তু তার মূলধন নেই। খ. এমন ব্যক্তি যিনি শারীরিক বা মানসিকভাবে কাজ করার যোগ্যতা রাখেন না। সুতরাং প্রথম শ্রেণীকে পুঁজি ও প্রশিক্ষণ দেয়া এবং দ্বিতীয় শ্রেণীকে বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য ও অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ করা উচিত।

- যাকাত ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট শরীয়াহ ও আধুনিক ব্যবস্থাপনার ধ্যান-ধারনাকে সমন্বিত করে নতুন কৌশল অনুসরণ করছে। কৌশলের অংশ হিসেবে আয়বর্ধনে জড়িত সকল সদস্যকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

- এসব প্রশিক্ষণের মধ্যে রয়েছে গবাদী পশু-পাখি পালন, পুষ্টি বাগান ও নার্সারী উন্নয়ন, গরু মোটা-তাজা করণ, ছাগল পালন, ক্ষুদ্র ব্যবসায় পরিচালনা, সেলাই প্রশিক্ষণসহ প্রায় ৩০টি বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদাণ করা হয়।

- সরবরাহকৃত মূলধন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কাজে লাগিয়ে পরিবারগুলো স্বাবলম্বী হওয়ার প্রচেষ্টা চালায়।

৬.৭ পুষ্টি বাগান ও নার্সারী উন্নয়ন

আয়বর্ধণ কাজে জড়িত সকল সদস্য পরিবারসমূহে স্বাস্থ্য ও পরিবেশ উন্নয়নে প্রতিটি বাড়িতে নিজস্ব পুষ্টি বাগান ও উন্নতজাতের গাছের চারা রোপণ করা হয়। পুষ্টি বাগানে দেশীয় ও উন্নতজাতের ফলজ গাছ পরিবারের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি আয়ের নতুন উৎস হিসেবে কাজে করে। উন্নতজাতের গাছ পরিবেশ উন্নয়ণে ভূমিকা রাখবে এবং পরিণত বয়সের কাঠ বাড়তি আয়ের পথ সুগম করবে। জীবিকা পরিবারভুক্ত সদস্যদের নার্সীরী থেকে এ চারা সংগ্রহের ফলে নতুন উদ্যোক্তা তৈরী হয় এবং পরিবারটি স্বাবলম্বী হয়ে উঠে।

- প্রতি বছর জীবিকা প্রকল্পের আওতায় ২৫০০টি গাছের চারা রোপন করা হয়।
- প্রতিটি পুষ্টি বাগান তৈরীতে ৫,০০০ টাকা ব্যয় হয়।
- প্রতিটি প্রজেক্টে ২৫টি নার্সারী তৈরী করা হয় এবং এতে ৩০,০০০ টাকা ব্যয় হয়।

৬.৮ প্রযুক্তি হস্তান্তর

দরিদ্র মানুষেরা তাদের নিজস্ব চিন্তার আলোকে আয়বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকলেও হালনাগাদ প্রযুক্তিতে অভিগম্যতা না থাকায় যথেষ্ট উন্নতি করতে পারেনা। জীবিকা কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন প্রকারের প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে লক্ষিত পরিবারসমূহের আয় বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালানো হয়।

- বিভিন্ন ধরণের লাগসই হালনাগাদ প্রযুক্তি দিয়ে তাদের সহায়তা করা হয়।
- এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে চাষের জন্য পাওয়ারটিলার, অটোমেটেড সেলাই মেশিন, নতুন জাতের বীজ প্রদান, উন্নত চারা গাছ বিতরণ, জুট ডাইভারসি-ফিকেশন, বৈদ্যুতিক সেচ ব্যবস্থা, হোগলা পাতার ব্যবহার ইত্যাদি।
- প্রযুক্তি ভেদে ১০,০০০ থেকে ৫০০,০০০ লক্ষ টাকা খরচ হয়।

৬.৯ সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি

প্রকল্পের সদস্যদের নানান বিষয়ে সচেতনতা তৈরী করতে এ কর্মসূচি পরিচালিত হয়। জীবন ঘনিষ্ট বিষয়ে অবহিত করা, পারিবারিক বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শমূলক লেকচার, স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা ক্লাস পরিচালনা, আধুনিক বিষয়াদি সর্ম্পকে ধারনা দেয়া, পারিবারিক সম্প্রীতি বজায় রাখা, মাদক ও নেশার কুফল সম্পর্কে ধারণা দেয়া, যৌতুক বিরোধী জনমত তৈরী, পরিবেশ রক্ষা, বিভিন্ন কুসংস্কার নিয়ে স্বচ্ছ ধারণা দেয়া ইত্যাদি এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।

- জীবিকা ও ফেরদৌসি প্রকল্পের প্রধানত নারী সদস্যদের নিয়ে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়।
- প্রতি দু'মাসে অন্তত একবার এ প্রোগ্রামের আয়াজন করা হয়।
- প্রতি সভায় গড়ে ৩০ জন করে মাসে কমপক্ষে ৪৫০টি সভার আয়োজন করা হয়।
- সভায় উপস্থিত সদস্যদের আগ্রহী ও পুষ্টি উন্নয়নে মওসূমী ফল, ডিম, পুষ্টিকর বিস্কুট প্রদাণ করা হয়।
- মাথা পিছু ৩০ টাকা করে খরচ করা হয়।

৭.০ নৈপুন্য বিকাশ: দরিদ্র বেকার যুবকদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি

৭.১ দরিদ্র বেকার যুবকদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি

- সুবিধা-বঞ্চিত যেসব যুবক ও যুব মহিলা আর্থিক সংকট, অবিভাবকদের অসচেতনতা ও নানাবিধ কারণে লেখাপড়া বন্ধ করে কর্মহীন জীবনযাপন করছে। তাদেরকে জনসম্পদে রুপান্তরিত করার লক্ষ্যে সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট নৈপূণ্য বিকাশ নামে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এতে বেকার যুবক/যুব মহিলারা দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত হচ্ছে এবং তাদের কর্মসংস্থান হচ্ছে। এর ফলে বেকারত্বের অবসান হওয়ার কারণে তাদের পারিবারিক স্বচ্ছলতা আসছে ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হচ্ছে।

- সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট বর্তমানে ৮টি (আবাসিক ২টি ও অনাবাসিক ৬টি) ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার (ভিটিসি) পরিচালনা করছে। ব্লক বাটিক এন্ড স্কিন প্রিন্ট, ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারগুলোতে মোটর ড্রাইভিং, ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস, রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং, ড্রেস মেকিং অ্যান্ড টেইলারিং এবং কম্পিউটার অফিস এপ্লিকেশন্স ট্রেড পরিচালিত হচ্ছে। এ ছাড়া মোটর ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রাপ্তিতে সহযোগিতা করা হয়।

- কোর্সের মেয়াদ ৪-৬ মাস। প্রশিক্ষণার্থীদেরকে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ উপকরণ,কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজন অনুসারে তহবিল প্রদান/মূলধন প্রদান, আবাসিক সুবিধা, খাবার প্রদান ও হাত খরচ দেয়া হয়। তাছাড়া অনাবাসিক প্রশিক্ষণার্থীদেরকে যাতায়াত দেওয়া ভাড়া দেয়া হয়। প্রশিক্ষণ শেষে সনদপত্র প্রদান এবং কর্মসংস্থানের বিষয় সহযোগিতা করা হয়।

- আবাসিক প্রশিক্ষণার্থীদের কোর্স সম্পন্ন করতে জন প্রতি গড়ে ৩০,০০০ টাকা এবং অনাবাসিক প্রশিক্ষণার্থীদের ১৮,০০০ টাকা খরচ হয়। সিজেডএম এ পর্যন্ত ১০৫০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে পূনর্বাসন করেছে।

কেন সিজেডএম-এর উপর আস্থা রাখবেন?

মূল্যবোধ

সিজেডএম তার সকল কার্যক্রমে নিষ্ঠার সাথে ইসলামী মূল্যবোধ অনুসরণ করে। শরীয়াহ্‌র নীতিমালা অনুসরণের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য একটি শরীয়াহ সুপারভাইজরি বোর্ড রয়েছে।

পরিচালনা সক্ষমতা

সিজেডএম-এর গভর্নিং বোর্ডে রয়েছেন সুধী সমাজের স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ। একে স্বচ্ছ, কার্যকর ও টেকসই একটি সামাজিক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে গভর্নিং বোর্ডের সহযোগিতার জন্য রয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ, যাকাত বিতরণ কমিটি, অডিট কমিটি ও নির্বাহী কমিটি।

ব্যবস্থাপনা অভিজ্ঞতা

২০০৮ সালে এ সংস্থা নিবন্ধিত হলেও ১৯৯৩ সালে 'যাকাত ফোরাম' নামে এ সংগঠনের সূচনা হয়। এর ফলে এর উদ্যোক্তারা যাকাত ব্যবস্থাপনায় দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। আমাদের সাথে দেশের খ্যাতনামা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর সহযোগিতা ও নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ রয়েছে। এ ছাড়া এর নির্বাহীগণও যাকাত ব্যবস্থাপনায় যথেষ্ট প্রশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ। পাশাপাশি সিজেডএম বিশ্ব যাকাত ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান 'ওয়ার্ল্ড যাকাত ও ওয়াকফ ফোরামে'র সদস্য।

আধুনিক প্রক্রিয়া

সিজেডএম তার সকল কার্যক্রমে ও প্রকল্প গ্রহণে আধুনিক কর্মপদ্ধতি যেমন- ভিত্তি জরিপ, সম্ভাব্যতা জরিপ, মনিটরিং ও মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে।

জবাবদিহিতা

সিজেডএম-এর গভর্নিং বোর্ড যাকাত ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়াহ নিশ্চিত করার জন্য শরীয়াহ সুপারভাইজরি বোর্ডের নিকট থেকে অনুমোদন গ্রহণ করে। এছাড়া সকল যাকাতদাতার নিকট যাকাত বিতরণের হিসাব দাখিল করা হয়। খ্যাতনামা অডিট ফার্ম কর্তৃক হিসাব নিরীক্ষা করা হয় এবং তা বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করা হয়।

স্বচ্ছতা

যাকাত তহবিল সংগ্রহ ও বিতরণের ক্ষেত্রে সিজেডএম-এর সকল কার্যক্রমে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা অনুসরণ করা হয়। বিশেষ করে যাকাত বিতরণের জন্য যাকাতগ্রহি-তা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছ নীতিমালা ও প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা হয়। আমাদের ওয়েবসাইট, ফেইসবুক, ডকুমেন্টারি ফিল্ম, নিউজলেটারসহ বিভিন্নভাবে আমাদের সকল কার্যক্রম সকলের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে। সিজেডএম-এর প্রকল্প ও অফিস পরিদর্শনের জন্য আগ্রহী ব্যক্তিকে সুযোগ প্রদান করা হয়।

আপনি কিভাবে অবদান রাখতে পারেন?

- যাকাতের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার জন্য সিজেডএম-এর সক্রিয় অংশীদার হতে পারেন;
- সিজেডএম-এর কোন প্রকল্পের স্পন্সর বা উদ্যোগী হতে পারেন;
- সিজেডএম-এর উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে এর উপদেষ্টা বা শুভেচ্ছা দূত বা স্বেচ্ছাসেবক হতে পারেন;
- আপনার যাকাত, সদাকাহ, অনুদান, ক্যাশ ওয়াকফ সিজেডএম-এর ব্যাংক একাউন্টে সরাসরি জমা দিতে পারেন; (হিসাব নং: ০৩৯১২১০০০১৭৫৬৮, এক্সিম ব্যাংক, হেড অফিস কর্পোরেট শাখা, গুলশান-১, ঢাকা)
- আপনি সিজেডএম-এর ওয়াকফ/সাদাকাহ তহবিলে জমি বা দালান প্রদান করতে পারেন;
- সিজেডএম-এর বিকাশ/নগদ/উপায়/ট্যাপ/রকেট একাউন্টে (মার্চেন্ট নং ০১৭২৯২৯৬২৯৬) যাকাত/ অনুদান পাঠাতে পারেন;
- আপনি সরাসরি সিজেডএম পেমেন্ট গেটওয়ে ব্যবহার করে অনুদান প্রদান করতে পারেন-

Online Payment:
www.czm-bd.org/pay_zakat/

- আরো জানার জন্য ফোন করতে পারেন: ০১৭২৯ ২৯৬ ২৯৬

সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম)

যাকাতের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার মহান কাজটি কঠিন হলেও আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রয়াসের উপর এর সফলতা নির্ভর করছে। সমাজ থেকে দারিদ্র্যের মতো অনাকাঙ্ক্ষিত দৃশ্য মুছে দেয়ার কাজটি কোনো একক ব্যক্তির দায়িত্ব হতে পারে না। এ দৈন্যদশা মোচনের জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সুপরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। আমরা সকল আগ্রহী মুসলমানকে সিজেডএম-এর মত একটি ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্মে সমবেত হয়ে যাকাতের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার কাজটি আঞ্জাম দেয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। এর মাধ্যমে আমাদের সমাজের হতদরিদ্র মানুষের জীবনে টেকসই পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে। আসুন, আমাদের প্রিয় দেশটির হতভাগ্য মানুষের পাশে দাঁড়াই; তাদের দুঃখ-দুর্দশা উপলব্ধি করার চেষ্টা করি এবং সুপরিকল্পিত কর্মসূচি গ্রহণ করে দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখি। আপনার প্রদত্ত যাকাতের কিছু অর্থ দিয়ে যদি একটি শিশু শিক্ষা লাভ করতে পারে, বা একজন শিক্ষার্থী তার ক্যারিয়ার গড়তে পারে, বা একজন নারী উপযুক্ত মা হতে পারে বা একটি পরিবার স্বচ্ছলতার মুখ দেখতে পারে তাহলে আপনি যেমন পরিতৃপ্ত হবেন তেমনি শেষ বিচার দিনে আল্লাহ তাআলার কাছে উপযুক্ত পুরস্কারেরও আশা করতে পারেন।

center for zakat management
CZM

আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং সাদকাকে বর্ধিত করেন

- সূরাহ বাকারাহ : ২৭৬

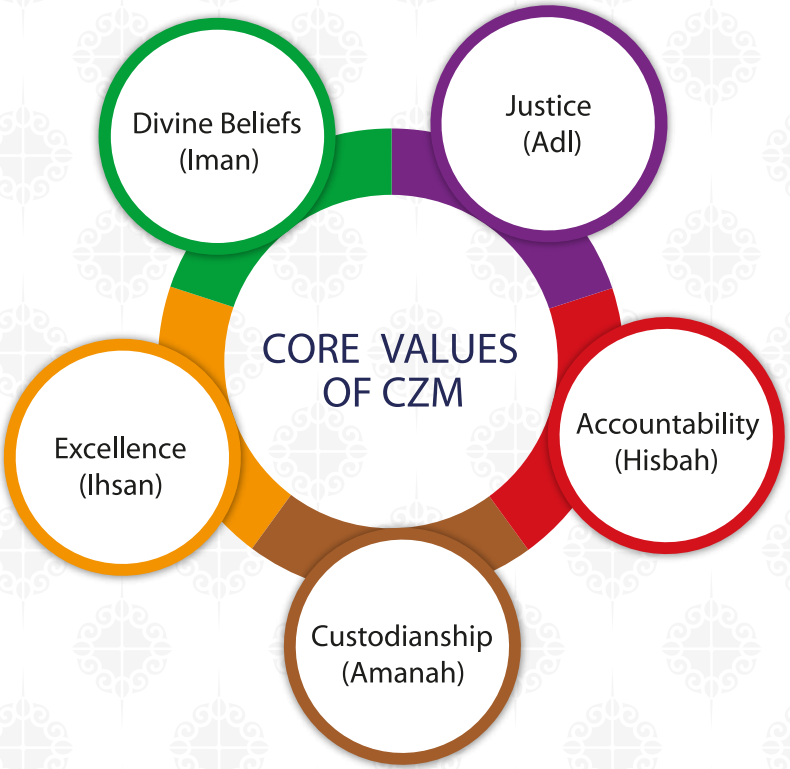

center for zakat management
CZM

সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম)
১১৩/বি তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮
ফোনঃ +৮৮০ ২ ৮৮৭০ ৭৭০, +৮৮০ ১৭২৯ ২৯৬ ২৯৬
ইমেইল: info@czm-bd.org
ওয়েবসাইট: www.czm-bd.org